জীবননগরে বিএসএফের ‘পুশইন’ প্রতিরোধে জামায়াতের সমাবেশ

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক ‘পুশইন’ প্রচেষ্টার প্রতিবাদ এবং তা প্রতিরোধের দাবিতে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জীবননগর উপজেলা শাখা। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের পিচমোড় এলাকায় আয়োজিত এই সমাবেশে সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে মানুষ ঠেলে পাঠানোর অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং সীমান্ত এলাকায় চরম মানবিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা হাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের তারবিয়াত সম্পাদক জিয়াউল হক এবং শাখাওয়াত হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন— উথলী ইউনিয়নের মাওলানা মহিউদ্দিন, হাসাদাহ ইউনিয়নের মাওলানা ইসরাইল হোসেন, সীমান্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক এবং বাঁকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাহফুজুর রহমান।

বক্তারা বলেন, ভারত সরকার তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে পুশইনের মাধ্যমে ভারতের নিজস্ব সংবিধান, আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের লঙ্ঘন করছে। সীমান্ত হত্যা ও পুশইনের মতো বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন উভয়েরই পরিপন্থী। নো-ম্যানস ল্যান্ডে মানুষকে আটকে রেখে যে মানবিক সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তারা আরও বলেন, “বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ ধরনের অন্যায় ও অমানবিক কর্মকাণ্ড কখনো মেনে নেবে না। আমরা ভারতের এ ধরনের আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সীমান্তে পুশইন প্রতিরোধে বিজিবিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করছি।”

জীবননগর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশটি পরিচালনা করেন মাহফুজুর রহমান। এ সময় উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের জামায়াতের আমির, সেক্রেটারি এবং বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি ধান বিক্রিতে লাগছে বিএনপি-জামায়াতের টোকেন

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছে থেকে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও প্রান্তিক চাষীরা খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকরা ধান দিতে গেলে গুদাম কতৃপক্ষ কৃষকদের বলছেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্লিপ নিয়ে ধান নিয়ে আসতে। এমন সমস্যা পড়েছেন হাজার হাজার প্রান্তিক চাষী। ফলে সরকারের নির্ধারিত দাম থেকে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছে থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হবে। গত ৩ মে থেকে সেই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বিএনপির দুটি গ্রুপ এবং জামায়াত নেতাদের মাধ্যমে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারছেন। এক্ষেত্রে যেসকল চাষীরা রাজনৈতিক স্লিপ পেয়েছেন তারা ধান দিচ্ছেন, যারা স্লিপ পাননি তারা ধান দিতে পারছেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির দুটি গ্রুপ ৬০ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ হিসেবে ধান দিচ্ছে এমন সমন্বয় তাদের মধ্যে হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কালাচাঁদপুর গ্রামের ১৭ জন চাষী ধান দিতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসার কথা বলেন, সদর উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা। এমন অভিযোগ করেছেন কালাচাঁদপুর গ্রামের

শান্ত নামের এক কৃষক।

ওই কৃষক জানান, ‘৩৬ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন চাষী খাদ্য গুদামে আবেদন করেছিলাম এবং কৃষি অফিসারের সাথে প্রত্যায়ন নিয়েছি। গত ১৩ মে আমরা প্রত্যায়ন পেলেও এখন পযর্ন্ত ধান বিক্রি করতে পারিনি। ধান বিক্রি করতে গেলে ওসি এলডি মাসুদ রানা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসেন।’

অভিযোগ করে শান্ত আরও বলেন, ‘ আমি ৪ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে ৪ টন ধান বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এমন দুর্নীতি-অনিয়ম করলে প্রান্তিক চাষীরা সরকারি সুফল পাবে না। এর বিহীত হওয়া উচিত।’

তবে এ তালিকার মধ্যে মনিরুল ইসলাম নামের এক কৃষক বিএনপির এক গ্রুপের মাধ্যমে ৩ টন ধান দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি আরও বলেছেন, আমি দিতে পারলেও সবাই গুদামে ধান দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে থেকেও ধান ক্রয় করছি। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। এর বেশি কি করার আছে আমার?

তবে খাদ্য গুদামের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুরে বিএনপির দুটি গ্রুপ ও জামায়াতের সমন্বয়ে স্লিপ তৈরি করা হয়েছে। তারা তাদের পছন্দমত কৃষকদের এ স্লিপ দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী বলেন, প্রান্তিক চাষীদের কাছে থেকেও ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে থেকে ধান নেওয়ার সুযোগ নেই।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সুত্রধর বলেন, প্রান্তিক চাষীরা যাতে ধান দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। যে সকল চাষীরা ধান দিতে পারছেন না, তারা অভিযোগ করলে তাদের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপের বিষয়টি উঠালে তিনি এড়িয়ে যান।

জানা গেছে, গত ৩মে থেকে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ধান সংগ্রহ অভিযান। চলবে ৩১ আগষ্ট পযর্ন্ত। এবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৩০ টন। গত ৪ জুন পযর্ন্ত শহরের খাদ্য গুমামে ১১৪ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াতের ৩০০ নেতাকর্মী

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অন্তত ৩০০ নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেছে দলটি।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বাঘাডাঙ্গা মহিউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তারা বিএনপিতে যোগ দেন।

আয়োজকদের দাবি, যোগদানকারীদের মধ্যে জামায়াতের শতাধিক নারী কর্মীও রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনির হাতে ফুল দিয়ে বিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত হন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দবির উদ্দিন বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুর রহমান মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ফুটানসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনি বলেন, “বিএনপির গণমুখী রাজনীতি, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আস্থা রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। এতে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।”

সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী একজন কর্মী বলেন, “দীর্ঘদিন অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিএনপির কার্যক্রম ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে আমরা একসঙ্গে দলে যোগ দিয়েছি।

ভবিষ্যতে দলের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেব।”

অনুষ্ঠান শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের মেয়র প্রার্থী টিপুর গণসংযোগ

আলমডাঙ্গা পৌরসভার জামায়াত মনোনীত মেয়র প্রার্থী নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপুর গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার আসরের নামাজের পর জামায়াত মনোনীত আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র প্রার্থী শেখ নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু গার্মেন্টসপট্টির দোকানগুলোতে গণসংযোগ করেন। এ সময় তাকে স্বাগত জানান আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন।

গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের আইন-আদালত বিষয়ক সম্পাদক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী দারুস সালাম, কুমারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী রাশেদ মামুন, আব্দুল কুদ্দুস, আশরাফুল বাবু, মাওলানা হোসাইন মাহফুজ, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

গণসংযোগকালে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টিপু তার নির্বাচনী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং পৌর এলাকাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সবার দোয়া ও সার্বিক সমর্থন কামনা করেন।

দর্শনার যদুপুরে সাপের কামড়ে জামায়াত নেতার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার যদুপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও জামায়াত নেতা ক্বারী শাফায়াত উল্লাহর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ যদুপুর গ্রামের কুমিল্লাপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাতে ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক ১টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়।

পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর ওলামা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি এলাকায় একজন ধর্মপ্রাণ, সজ্জন ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় মুসল্লি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, “বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কেউ অবগত করেনি।”

আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে জামায়াত প্রার্থীর লিফলেট উন্মোচন অনুষ্ঠান

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী শেখ হুসাইন টিপুর প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

রবিবার বাদ এশা আলমডাঙ্গার আল তায়েবা মোড়স্থ হ্যামলেট ক্যাফেতে এ উপলক্ষে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বক্তারা বলেন, গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থীর ব্যাপক ভোটপ্রাপ্তির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণসংযোগ, সভা ও পথসভার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতের আমির মাহের আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন, ডা. শাফায়েতুল্লাহ হিরো এবং বিশিষ্ট ইসলামী বক্তা হোসাইন মোহাম্মদ মাহাফুজ।

আলমডাঙ্গা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শাহীন সাহিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বেলগাছি ইউনিয়ন আমির আমানুল্লাহ আমাল, কালিদাশপুর ইউনিয়ন আমির আশাদুল হক, পৌর ১ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের আমির আব্দুল কুদ্দুস, সেক্রেটারি আব্দুল লতিফ, ২ নম্বর ওয়ার্ড আমির আশাবুল হক বাবু, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আমির আব্দুর রহিম, খলিলুর রহমান, ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, শরিফুল ইসলাম পিন্টু, কাজী আব্দুস সালামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভায় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নূর মোহাম্মদ টিপু বলেন, “পৌরসভার মানোন্নয়ন, নাগরিক সেবা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট ও

পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাব। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ, মাদক নির্মূল এবং দুর্নীতি-অনিয়ম প্রতিরোধের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে একটি মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করতে চাই।”

কুষ্টিয়ায় আটক ২১ জামায়াত কর্মী-সমর্থককে আদালতে প্রেরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় আটক জামায়াতে ইসলামীর ২১ জন কর্মী-সমর্থককে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুর থানা হাজত থেকে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়। মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, আটক ২১ জনকে শনিবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মিরপুর উপজেলার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় মামলা হলে ২১ জনকে আটক করে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষ: জামায়াত নেতাসহ ২১ জন আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক অভিভাবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২১ জনকে আটক করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থক বলে জানা গেছে।

এদিকে আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেন, নামাজের সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালায়। এতে আক্তার হোসেন নামের একজন গুরুতর আহত হন। তার মাথার হাড় ভেঙে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মিরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির খন্দকার রেজাউল করিম বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ এক পক্ষের মামলার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গণহারে লোকজনকে আটক করেছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন রোকন সদস্য রয়েছেন, বাকিরা কর্মী-সমর্থক।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই শিশুর মারামারি থেকে ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করে এবং গ্রামে দুই পক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় একজন গুরুতর আহত হন। এক পক্ষ মামলা দায়ের করেছে, অপর পক্ষ এখনও মামলা দেয়নি।

যে পক্ষ মামলা দিয়েছে, সেই মামলায় ২১ জনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় জামায়াতের লিফলেট বিতরণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা পৌর শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে “গণভোটের রায় অমান্য করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা” এবং “জনগণের ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান” জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনা রেলবাজার এলাকায় এ লিফলেট বিতরণ করা হয়। দর্শনা রেলবাজারের মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু করে বাজারের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা থানা সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, দর্শনা পৌর জামায়াতের আমির ও সাবেক কমিশনার সাহিকুল আলম অপু, পৌর সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির, জামায়াত নেতা মোহাম্মদ উল্লাহ, আমজাদ হোসেন, সুমন হোসেন, ছানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ

কুষ্টিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া শহর শাখার উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীদের মাঝে এসব সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুষ্টিয়া জেলা শাখার আমীর অধ্যক্ষ খন্দকার এ কে এম আলী মুহসিন।

এ সময় তিনি বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও এটি সহায়ক হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি সুজা উদ্দিন জোয়ার্দার, জেলা শুরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসাইন, জেলা জামায়াতের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি মমতাজ জাহান, শহর নায়েবে আমীর আজমল হক এবং শহর সেক্রেটারি শামীম হোসাইন।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি ও শহর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি সালেহা বাশারসহ শহর মহিলা বিভাগের অন্যান্য দায়িত্বশীলরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দরিদ্র ও কর্মহীন নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার এই উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চালু থাকবে।

শেষে উপকারভোগীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।